

মহাজ কুৰআনী কাযদা

মুহাম্মাদ মোস্তাফিজুৰ রহমান মোল্লা

ঐ

মুহাম্মাদ হাসনাইন আরশাদে রিফাতি আহমেদ মোল্লা
(বাহামিদ শাহরিয়ার)



AHLE SUNNAT
Research Academy

সহজ কুরআনী কায়দা

লেখক: মুহাম্মাদ মোস্তাফিজুর রহমান মোল্লা ও

মুহাম্মাদ হাসনাইন খোরশেদ রিফাত আহমেদ
মোল্লা (ফাহমিদ শাহরিয়ার)

প্রথম সংস্করণ: ৯ রমজান, ১৪৪৬ হিঃ

১০ মার্চ, ২০২৫ ইং

প্রকাশনায়: আহলে সুন্নাত রিসার্চ একাডেমী

দক্ষিণ বনগ্রাম, বেড়া, পাবনা, বাংলাদেশ।

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭০৪৮৮৮৩২৯

ই-মেইল: ahlesunnat2001@gmail.com

মূল্য: ১০০ টাকা

সূচি

লেখকের কথা	
ছবক:	পৃষ্ঠা:
ছবক নং ১: আরবী হরফ বা বর্ণমালার পরিচয়	০১
ছবক নং ২: আরবী হরফের মাথার পরিচয়	০১
ছবক নং ৩: যুক্ত হরফের পরিচয়	০২
ছবক নং ৪: হরকত বা কারচিহ্নের পরিচয়	০২
ছবক নং ৫: হরকতের মাধ্যমে হরফের উচ্চারণের পার্থক্য	০৩
ছবক নং ৬: হরকতের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	০৪
ছবক নং ৭: তানবীনের পরিচয়	০৫
ছবক নং ৮: তানবীনের মাধ্যমে হরফের উচ্চারণের পার্থক্য	০৬
ছবক নং ৯: তানবীনের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	০৬
ছবক নং ১০: জযমের পরিচয়	০৭
ছবক নং ১১: জযমের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	০৮
ছবক নং ১২: কলকলাহ হরফের পরিচয়	০৮
ছবক নং ১৩: কলকলাহ হরফের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	০৯
ছবক নং ১৪: তাশদীদের পরিচয়	০৯
ছবক নং ১৫: তাশদীদের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	১০
ছবক নং ১৬: ওয়াজিব গুন্নাহর পরিচয়	১০
ছবক নং ১৭: মদের হরফের পরিচয়	১০
ছবক নং ১৮: মদের হরফের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	১১
ছবক নং ১৯: মদের হরকতের পরিচয়	১২
ছবক নং ২০: মদের হরকতের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	১২

ছবক নং ২১: লীনের হরফের পরিচয়	১৩
ছবক নং ২২: লীনের হরফের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ	১৩
ছবক নং ২৩: মদে লীনের পরিচয়	১৪
ছবক নং ২৪: দুই যবর ওয়ালা হরফ ওয়াক্বফ করলে পড়ার নিয়ম	১৪
ছবক নং ২৫: তিন আলিফ মদের পরিচয়	১৫
ছবক নং ২৬: চার আলিফ মদের পরিচয়	১৫
ছবক নং ২৭: নুন জযম ও তানবীন পড়ার হুকুম	১৬
ছবক নং ২৮: মীম জযমের পরিচয়	১৮
ছবক নং ২৯: আল্লাহ শব্দ পড়ার নিয়ম	১৯
ছবক নং ৩০: হরফ-র মোটা করে পড়ার নিয়ম	১৯
ছবক নং ৩১: হরফ-র পাতলা করে পড়ার নিয়ম	২০
ছবক নং ৩২: ফাকা আলিফ পড়ার নিয়ম	২১
ছবক নং ৩৩: ছোট নুন পড়ার নিয়ম	২১
ছবক নং ৩৪: আনা পড়ার নিয়ম	২২
ছবক নং ৩৫: আলিফে যায়দাহর পরিচয়	২৩
ছবক নং ৩৬: মাজরিহা-কে মাজরেহা পড়ার নিয়ম	২৩
ছবক নং ৩৭: ছোট সীন পড়ার নিয়ম	২৩
ছবক নং ৩৮: ছোট ইয়া পড়ার নিয়ম	২৩
নামাজ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কমপক্ষে যা-যা পড়তে হয়	২৪
কিছু সূরা	২৭

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং দরুদ ও ছালাম সর্বোত্তম মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সান্ত্বাহ আল্লাহি ওয়াসান্ত্বাহ)-এর উপর। মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং শিক্ষাকে করেছেন সেই জাতির মেরুদণ্ড। আল-কুরআন মাজীদ শিক্ষা হচ্ছে সমস্ত শিক্ষার মধ্যে সর্বোত্তম শিক্ষা। তাই প্রত্যেক মুসলমানের আল-কুরআন মাজীদ সহীহ-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ফরজ। আল-কুরআন মাজীদ সহীহ-শুদ্ধভাবে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন জন নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বলিত “সহজ কুরআনী কায়দা” নামে একটি কায়দা রচনা করেছি। এই কায়দাটিতে যতদূর সম্ভব সহজভাবে বাংলাতে তাজবীদের নাম ও সংজ্ঞাগুলো বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের জন্য আরবীতে তাজবীদের নাম মনে রাখা খুবই কঠিন হয়ে যায়। যাইহোক, শিক্ষার্থীদের দ্রুত তাজবীদসহ আল-কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য সহায়ক হবে। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন!

শেখ মুহাম্মদ হুসেইন

ব্রিহাত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○
 وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ
 وَتَبِّم بِالْخَيْرِ ○ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

ছবক নং ১: আরবী হরফ বা বর্ণমালার পরিচয়

দ্রষ্টব্য: আরবী (তা) অক্ষর দুই ধরনের লেখা হয়। একটা লম্বা-তা (ت) ও আরেকটা গোল-তা (ة) শব্দের শুরুতে, মাঝে ও শেষে লম্বা-তা আসে। কিন্তু গোল-তা শুধুমাত্র শব্দের শেষে আসে।

ا	ب	ت/ة	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر
ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف
ق	ك	ل	م	ن	و	ه	ء	ى	ي

ছবক নং ২: আরবী হরফের মাথার পরিচয়

ب	ن	ت	ي	ث	ش	س	ج	خ	ح
ع	غ	ص	ض	ف	ق	ك	ل	م	ه

ছবক নং ৩: যুক্ত হরফের পরিচয়

আরবী হরফ গুলো যুক্ত হলে স্থান ভেদের কারণে হরফের তিন প্রকার আকৃতি হয়। আরবী হরফ গুলো যুক্ত অবস্থায় তাদের ডান মাথা দেখে চিনতে হয়। দ্রষ্টব্য: শেষের ঘরের সবগুলো হামজাহ পড়তে হবে।

ح ح	ج ج	ث ث	ت ت	ب ب	ا ا
س س	ز ز	ر ر	ذ ذ	د د	خ خ
ع ع	ظ ظ	ط ط	ض ض	ص ص	ش ش
م م	ل ل	ك ك	ق ق	ف ف	غ غ
ئ ئ و ا	ي ي	ء ء	ه ه	و و	ن ن

ছবক নং ৪: হরকত বা কারচিহ্নের পরিচয়

এক যবর (...), এক যের (...), এবং এক পেশকে (...)
 হরকত বলে, হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। দ্রষ্টব্য:
 আলিফে (ا) যবর, যের, পেশ বা জযম (.../...) হলে ওই
 আলিফকে হামজাহ বলে। দ্রষ্টব্য: যবরের উচ্চারণ (া)-এর মতো,
 তবে আটটি হরফ ব্যতীত। যথা: (ص, ض, ط, ظ, ق, غ, خ, ر), যেরের
 উচ্চারণ (ি)-এর মতো এবং পেশের উচ্চারণ (ু)-এর মতো।

اَ	اِ	اُ	بَ	بِ	بُ	تَ	تِ	تُ
ثَ	ثِ	ثُ	جَ	جِ	جُ	حَ	حِ	حُ
خَ	خِ	خُ	دَ	دِ	دُ	ذَ	ذِ	ذُ
رَ	رِ	رُ	زَ	زِ	زُ	سَ	سِ	سُ
شَ	شِ	شُ	صَ	صِ	صُ	ضَ	ضِ	ضُ
طَ	طِ	طُ	ظَ	ظِ	ظُ	عَ	عِ	عُ
غَ	غِ	غُ	فَ	فِ	فُ	قَ	قِ	قُ
كَ	كِ	كُ	لَ	لِ	لُ	مَ	مِ	مُ
نَ	نِ	نُ	وَ	وِ	وُ	هَ	هِ	هُ
ءَ	ءِ	ءُ	يَ	يِ	يُ	يَ	يِ	يُ

ছবক নং ৫: হরকতের মাধ্যমে হরফের উচ্চারণের পার্থক্য

كَتَ	طِتَ	طُتُ	حَە	حِە	حُە
صَسَ	صِصِ	صُسُ	ظَذَ	ظِذِ	ظُذُ
ضَضَ	ضِضِ	ضُضُ	قَكَ	قِكِ	قِكُ

جَزَ	جَزِ	جُزْ	سَثْ	سِثْ	سُثْ
عَى	عِى	عُى	عَع	عِ	عُ
عَى	عِى	عُى	وَبْ	وِ	وُبْ
ضَدَ	ضِ	ضُدْ	زَدَ	زِ	زُدْ
سَشْ	سِشْ	سُشْ	ءَوَ	ءِوِ	ءُؤْ

ছবক নং ৬: হরকতের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

دَخَلَ	عَبَسَ	جَعَلَ	سَجَدَ	سَبَعَ	عَمِلَ
شَهِدَ	جَمَعَ	فُتِحَ	خُلِقَ	فُقِدَ	عِلِمَ
عُقِبَ	غُفِرَ	كُتِبَ	أَحَدَ	ذَهَبَ	فَعَلَ
حَسَدَ	بَلَغَ	رَضِيَ	بُعِثَ	حَفِظَ	خَطِئَ
رُزِقَ	أُذِنَ	فَهُوَ	ضُرِبَ	قُتِلَ	وُجِدَ

ছবক নং ৭: তানবীনের পরিচয়

দুই যবর (..), দুই যের (..:) এবং দুই পেশকে (..:) তানবীন বলে, তানবীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। দ্রষ্টব্য: তানবীনের ভেতরে নুন জযম লুকিয়ে থাকে।

যেমন: (بَا = بُن, پ = بِن, بُ = بُن)

اَ	اِ	اُ	بَا	بِ	بُ	تَا	تِ	تُ
ثَا	ثِ	ثُ	جَا	جِ	جُ	حَا	حِ	حُ
خَا	خِ	خُ	دَا	دِ	دُ	ذَا	ذِ	ذُ
رَا	رِ	رُ	زَا	زِ	زُ	سَا	سِ	سُ
شَا	شِ	شُ	صَا	صِ	صُ	ضَا	ضِ	ضُ
كَ	كِ	كُ	ظَا	ظِ	ظُ	وَا	وِ	وُ
غَا	غِ	غُ	فَا	فِ	فُ	قَا	قِ	قُ
كَ	كِ	كُ	لَا	لِ	لُ	مَا	مِ	مُ
نَا	نِ	نُ	وَا	وِ	وُ	هَا	هِ	هُ
يَا	يِ	يُ	يَا	يِ	يُ	يَا	يِ	يُ

ছবক নং ৮: তানবীনের মাধ্যমে হরফের উচ্চারণের পার্থক্য

طَّ	طِ	طٌ	حَّ	حِ	حٌ
صَّ	صِ	صٌ	ظَّ	ظِ	ظٌ
ضَّ	ضِ	ضٌ	قَّ	قِ	قٌ
جَّ	جِ	جٌ	سَّ	سِ	سٌ
عَّ	عِ	عٌ	عَّ	عِ	عٌ
عَّ	عِ	عٌ	وَّ	وِ	وٌ
ضَّ	ضِ	ضٌ	زَّ	زِ	زٌ
سَّ	سِ	سٌ	عَّ	عِ	عٌ

ছবক নং ৯: তানবীনের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

أَبَدًا	طَبَقًا	حَسَنًا	جَسَدًا	مَسَدٍ	لَهَبٍ
---------	---------	---------	---------	--------	--------

عَمِدٌ	كَبِدٌ	قَسَمٌ	فِئَةٌ	أَحَدٌ	صَدٌ
أَحَدًا	حَرَسًا	أَمَنَةً	عَلَقَةً	دُبُرٌ	عَمَلٌ
هُمَزَةٌ	بَشَرٌ	كُتُبٌ	كَلِمَةٌ	ذَكَرٌ	أُذُنٌ

ছবক নং ১০: জযমের পরিচয়

(.../...) জযম ওয়ালা হরফ তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়। জযমের ডানে হরকত ব্যতীত হরফ পড়া যায় না।

أَءِ	إِءِ	أُءِ	أَءِ	إِءِ	أُءِ	أَءِ	إِءِ	أُءِ
أَحِ	إِحِ	أُحِ	أَحِ	إِحِ	أُحِ	أَحِ	إِحِ	أُحِ
أَكِ	إِكِ	أُكِ	أَكِ	إِكِ	أُكِ	أَكِ	إِكِ	أُكِ
أَلِ	إِلِ	أُلِ	أَلِ	إِلِ	أُلِ	أَلِ	إِلِ	أُلِ
أَتِ	إِتِ	أُتِ	أَتِ	إِتِ	أُتِ	أَتِ	إِتِ	أُتِ
أَزِ	إِزِ	أُزِ	أَزِ	إِزِ	أُزِ	أَزِ	إِزِ	أُزِ
أَثِ	إِثِ	أُثِ	أَثِ	إِثِ	أُثِ	أَثِ	إِثِ	أُثِ

ছবক নং ১১: জযমের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

إِهْدِ	عِلْمَ	لَسْتَ	هَلِ امْتَلَأْتَ	حِكْمَ	مِسْكَ
خَلَقْ	عَصْفِ	بَاسٍ	وَاسْتَفْزِزْ	نَفْسِ	بُكْمُ
فُتِحَتْ	نَشْرَحُ	نِعْمَ	وَاهْجُرْهُمْ	سَعَى	عِلْمُ
الْقَتْ	يَحْسَبُ	نَعْبُدُ	وَاحْلُلْ	أَعْبُدُ	أَفْلَحَ

ছবক নং ১২: কলকলাহ হরফের পরিচয়

কলকলাহ অর্থ পাল্টা আওয়াজ। কলকলাহর হরফ পাঁচটি (ق, ط, ب, ج, د) এই পাঁচ হরফে জযম হলে কলকলাহ করে পড়তে হয়। কলকলাহর হরফে (○) ওয়াকফ হলেও কলকলাহ করে পড়তে হয়।

أُط	إِط	أَط	أُق	إِق	أَق
أُج	إِج	أَج	أُب	إِب	أَب
عُق	وِق	نُق	أُد	إِد	أَد
مُب	صِب	حَب	نُط	فِط	مَط
يُد	يِد	يَد	تُج	وِج	فَج

ছবক নং ১৩: কলকলাহ হরফের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

سَقْفٍ	اقْرَأْ	أَطْعَمَ	وَالْفَجْرِ	حَبْلٌ
وَجْهَةٌ	عَجَلٌ	قَدْ أَفْلَحَ	أَدْخَلَ	أَلَمْ أَعْهَدُ
صِدْقٌ	بِالْقِسْطِ	يَحْسَبُ	أَخْرَجَ	يَسْجُدُ

ছবক নং ১৪: তাশদীদের পরিচয়

তাশদীদ (...) ওয়ালা হরফ দুইবার পড়া যায়। প্রথমবার তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে জযমের মতো এবং দ্বিতীয়বার তার নিজের হরকতের সঙ্গে। যেমন: (رَبَّ + بَ = رَبِّ) দ্রষ্টব্য: তাশদীদের ডানে হরকত ব্যতীত হরফ পড়া যায় না। যেমন: (بِالصَّبْرِ) এবং তাশদীদের ডানে জযম যুক্ত হরফ পড়া যায় না। যেমন: (أَخْطُتُ)

أَتَّ	إِتَّ	أُتَّ	إِثَّ	أُتَّ	إِثَّ	أُتَّ	إِثَّ	أُتَّ
أَخَّ	إِخَّ	أُخَّ	إِعَّ	أُعَّ	إِعَّ	أُعَّ	إِعَّ	أُعَّ
أَزَّ	إِزَّ	أُزَّ	إِظَّ	أُظَّ	إِظَّ	أُظَّ	إِظَّ	أُظَّ
أَصَّ	إِصَّ	أُصَّ	إِضَّ	أُضَّ	إِضَّ	أُضَّ	إِضَّ	أُضَّ

ছবক নং ১৫: তাশদীদের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

كَذَّ	شَتَّ	مَدَّ	سُجَّ	زُوَّ	يُعْجَلُ
وَلِيُّ	خَفِيُّ	نَبِيُّ	مَكِيُّ	دُرِّيُّ	غَنِيُّ
غَلَقْتُ	قَدَمْتُ	قُطِعْتُ	زُوجْتُ	عُطِلْتُ	عَدَدَ
وَالصُّبْحِ	وَالشَّفْعِ	بِالصَّبْرِ	إِذْ ظَلَمْتُمْ	نَخْلُقْكُمْ	أَوَّلُ

ছবক নং ১৬: ওয়াজিব গুন্নাহর পরিচয়

হরকতের বামে (َ বা ِ)-এ তাশদীদ হলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। দ্রষ্টব্য: গুন্নাহ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

عَمَّ	جَنَّ	مَنَّ	ثُمَّ	هُنَّ
إِنَّهُمْ	جَنَّةٌ	جَهَنَّمَ	يُظُنُّ	مُزْمِلٌ

ছবক নং ১৭: মদের হরফের পরিচয়

মদ অর্থ টেনে পড়া। মদের হরফ তিনটি: (ا, و, ی) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (اِ) মদের হরফ, যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (وِ) মদের হরফ এবং পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (وُ) মদের হরফ। মদের হরফ হলে তার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

بَا	بِي	بُو	تَا	تِي	تُو	ثَا	ثِي	ثُو	جَا	جِي	جُو
حَا	حِي	حُو	خَا	خِي	خُو	دَا	دِي	دُو	ذَا	ذِي	ذُو
رَا	رِي	رُو	زَا	زِي	زُو	سَا	سِي	سُو	شَا	شِي	شُو
صَا	صِي	صُو	ضَا	ضِي	ضُو	طَا	طِي	طُو	ظَا	ظِي	ظُو
عَا	عِي	عُو	غَا	غِي	غُو	فَا	فِي	فُو	قَا	قِي	قُو
كََا	كِي	كُو	لَا	لِي	لُو	مَا	مِي	مُو	نَا	نِي	نُو
وَا	وِي	وُو	هَا	هِي	هُو	ءَا	ءِي	ءُو	يَا	يِي	يُو

ছবক নং ১৮: মদের হরফের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

قَالَ	كَانَ	شُهِدُ	قُعُودُ	قِيلَ	دِينَ
خَافَ	تَابَ	سِيقَ	فِيهَا	وُحُوهُ	وَدُودُ
مَاكَانَ	فِيْهِمَا	وَآبِيْهِ	يَتُبُونَ	فَنَادَاهَا	قُطُوفُهَا
جَاهِلُونَ	فِيْ جَيْدِهَا	وَلَا تَكُونُوا	نُوحِيْهَا	لَمْ يَكُونُوا	قَالُوا
ذُوقُوا	عَذَابَ	كَالْفَرَّاشِ	يَقُولُونَ	تُخَاطِبُنِي	دَانِيَةً

ছবক নং ১৯: মদের হরকতের পরিচয়

মদের হরকত তিনটি: খাড়া যবর (...), খাড়া যের (...), এবং উল্টা পেশ (...), হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

ا	ا	ا	ب	ب	ب	ت	ت	ت	ث	ث	ث
ج	ج	ج	ح	ح	ح	خ	خ	خ	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ر	ر	ر	ز	ز	ز	س	س	س
ش	ش	ش	ص	ص	ص	ض	ض	ض	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ع	ع	ع	غ	غ	غ	ف	ف	ف
ق	ق	ق	ك	ك	ك	ل	ل	ل	م	م	م
ن	ن	ن	و	و	و	ه	ه	ه	ي	ي	ي

ছবক নং ২০: মদের হরকতের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

مَلِكٍ	إِلَهُ	كِتَبَهُ	هَذِهِ	كُتِبَ	دِينَهُ
بِكَلِمَتِهِ	مَالَهُ	عِبَادَهُ	هَذَا	إِلَهُنَا	كَذَلِكَ
إِلَى عَادٍ	جُنُودَهُ	تِلَاوَتَهُ	مَوَازِينَهُ	وَقِيلَهُ	بَيِّنَتِهِ

ছবক নং ২১: লীনের হরফের পরিচয়

লীনের হরফ দুইটি (و, ی) যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (وُ) লীনের হরফ এবং যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (اِ) লীনের হরফ। লীনের হরফের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

اَوْ	اِیْ	بَوْ	بِیْ	تَوْ	تِیْ	ثَوْ	ثِیْ	جَوْ	جِیْ	حَوْ	حِیْ
خَوْ	خِیْ	دَوْ	دِیْ	ذَوْ	ذِیْ	رَوْ	رِیْ	زَوْ	زِیْ	سَوْ	سِیْ
شَوْ	شِیْ	صَوْ	صِیْ	ضَوْ	ضِیْ	طَوْ	طِیْ	ظَوْ	ظِیْ	عَوْ	عِیْ
غَوْ	غِیْ	فَوْ	فِیْ	قَوْ	قِیْ	کَوْ	کِیْ	لَوْ	لِیْ	مَوْ	مِیْ
نَوْ	نِیْ	وَوْ	وِیْ	هَوْ	هِیْ	ءَوْ	ءِیْ	یَوْ	یِیْ	نِیْ	نِیْ

ছবক নং ২২: লীনের হরফের মাধ্যমে যুক্ত হরফের উচ্চারণ

بَيْتِهِ	خَيْرِهِ	فَاُولٰٓئِ	قَوْمَهُ	بَيْنَهُمَا
اُولٰٓئِكَ	مَوْلٰى	كَيْدُهُ	قَوْلُهُ	حَوْلَهُ
كَيْدَهُمْ	فِي جَوْفِهِ	مَا حَوْلَهُ	فَوْقَهُ	غَيْرِهِ

ছবক নং ২৩: মদে লীনের পরিচয়

লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্বফ হলে লীনের হরফকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। দ্রষ্টব্য: বামের হরফকে জযম দ্বারা পড়তে হয়। যেমন: (مَوْتٌ = مَوْتُ)

مَوْتُ	تَوْمٌ	خَوْفٌ	قَوْمٌ	عَيْنٌ
كَيْلٌ	صَيْفٌ	بَيْتٌ	شُعَيْبٌ	اِثْنَيْنِ
بَيْنَ يَدَيْهِ	مِنَ الْقَوْمِ	زَوْجَيْنِ	وَالْخَيْلِ	قُرَيْشٍ

ছবক নং ২৪: দুই যবর ওয়ালা হরফ ওয়াক্বফ করলে পড়ার নিয়ম

(ة) ব্যতীত দুই যবর ওয়ালা হরফে ওয়াক্বফ করলে এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: (نَقْعًا = نَقْعًا) দ্রষ্টব্য: (ة) ওয়াক্বফ করলে গোল-তা কে (ة) জযম দ্বারা পড়তে হয়। যেমন: (حَامِيَّةٌ = حَامِيَّةُ)

نَقْعًا	ضُبْحًا	طَوًى	هُدًى
أَفْوَاجًا	حَامِيَّةً	أَلْقَارِعَةً	مَا الْقَارِعَةَ
مُسَيٍّ	رِزْقًا	قَصِدًا	رُجُومًا
رَحْمَةً	شَرًّا	وَلِيًّا	ثَمَرَةً

ছবক নং ২৫: তিন আলিফ মদের পরিচয়

তিন আলিফ মদ দুই প্রকার। ১. মদের হরফ বা মদের হরকতের বামের হরফে ওয়াক্বফ হলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। এবং ২. মদের হরফ বা মদের হরকতের উপরে (...) চিকন চিহ্ন হলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।

○ مُتَّقِينَ	○ عَلَيْهِنَ	○ سَلَمٌ	○ صِيَامٌ
○ عَذَابَهُ أَحَدٌ	○ لَا أَقْسِمُ	○ مَا أَغْنَى	○ إِذَا الْقُورَاءُ
○ يَأْتِ	○ قَالُوا آمَنَّا	○ لَا يَسْتَوُونَ	○ مُحْسِنِينَ

ছবক নং ২৬: চার আলিফ মদের পরিচয়

হরফ, মদের হরফ বা মদের হরকতের উপরে (...) মোটা চিহ্ন হলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়।

يُسِّ	طُسْ	كَهَيْعَصْ	الرَّ
قَ	عَسَقَ	حَمَ	صَ
السَّ	السَّصْ	الْمَ	طَسَمَ
○ وَجِئْ	○ هُوَ لَاءِ	○ الْمَلِكَةُ	○ الْحَاقَّةُ
○ حَافِينَ	○ حَاجُوكَ	○ أَلْتَنَ	○ جَاءَ

ছবক নং ২৭: নুন জযম ও তানবীন পড়ার হুকুম

১. নুন জযম বা তানবীনের বামে (ب) আসলে নুন জযম বা তানবীনকে (م) দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

○ مِنْ بَعْدِ	○ مِنْ بَأْسٍ	○ بِذُنُوبِهِمْ	○ اُنْبِتْنَا فِيهَا
○ لِيُنْبَذَنَّ	○ إِذَا نُبِعثَ	○ مَكَانٍ بَعِيدٍ	○ وَاقِعٌ بِهِمْ
○ ضَلُّوا بَعِيدٍ	○ خَبِيرٌ أَبْصِيرًا	○ رَجَعُ بَعِيدٌ	○ سَبْعًا أَبْصِيرًا

২. নুন জযম বা তানবীনের বামে (ي, م, و, ن)-এই চার হরফের যে কোনো হরফ আসলে তাশদীদ দ্বারা গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

○ إِلَهًا وَاحِدًا	○ مِنْ وَالٍ	○ يَوْمًا يَجْعَلُ	○ مَنْ يَخْشَى
○ مِنْ مِثْلِهِ	○ مِنْ وَلِيٍّ	○ مِنْ مَّالٍ	○ مِنْ نُطْفَةٍ
○ إِلَى شَيْءٍ نُنْكِرِ	○ فِي رَيْبٍ مِمَّا	○ فَمَنْ نَكَّثَ	○ نُورًا نَهْدَى بِهِ

৩. নুন জযম বা তানবীনের বামে (ر, ل) এই দুই হরফের যে কোনো হরফ আসলে তাশদীদ দ্বারা গুন্নাহ ব্যতীত পড়তে হয়।

○ مَتَاعًا لَكُمْ	○ أَنْ لَوْ كَانُوا	○ رَعَوْفٌ رَّحِيمٌ	○ مِنْ رَبِّهِمْ
-------------------	---------------------	---------------------	------------------

৪. নুন জযম বা তানবীনের বামে (ع, ه, ح, غ, خ) -এই ছয় হরফের যে কোনো হরফ আসলে নুন জযম বা তানবীনকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

○ فَرِيقَاهُ دِي	○ مِنْهُمْ	○ كُفُّوا أَحَدُ	○ إِنَّ أَجْرِي
○ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	○ تَنْجِتُونَ	○ سَبِّعْ عَلَيْهِمُ	○ أَنْعَمْتَ
○ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ	○ وَمَنْ خَفَّتْ	○ قَوْلًا غَيْرَ	○ مِنْ غِلٍّ

৫. নুন জযম বা তানবীনের বামে (ث, ج, د, ذ, ز, س, ش) -এই পনেরো হরফের যে কোনো হরফ আসলে নুন জযম বা তানবীনকে নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

○ مَنْ جَاءَ	○ مَنْ ثَقُلَتْ	○ أَنْتَ
○ أَنْزَلَ	○ مِنْ ذَلِكَ	○ مِنْ دُونِهِ
○ مِنْ صَلَاحٍ	○ مِنْ شَرٍّ	○ مِنْ سُوءٍ
○ فَلْيَنْظُرْ	○ فَأَنْطَلَقَا	○ مَنْ ضَلَّ

○ أَنْفَطَرْتُ	○ انْقَضَ	○ إِنَّ كَذَّبَ
○ قَوْمًا تَجْهَلُونَ	○ قَوْلًا ثَقِيلًا	○ صَبْرٌ جَمِيلٌ
○ كَأْسًا دِهَاقًا	○ نَارًا ذَاتَ	○ نَفْسًا زَكِيَّةً
○ قَوْلًا سَدِيدًا	○ شَيْءٍ شَهِيدٍ	○ صَفًّا صَفًّا
○ عَذَابًا ضَعُفًا	○ حَلًّا طَيِّبًا	○ قَوْمًا ظَلَمِينَ
○ قَوْمًا فُسِقِينَ	○ رِزْقًا قَالُوا	○ قَوْمًا كُفْرِينَ

দ্রষ্টব্য: একই শব্দের মধ্যে নুন জযমের বামে (و، ی) আসলে নুন জযম গুল্লাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

○ صِنَوَانٌ	○ قِنَوَانٌ	○ بُنْيَانٌ	○ دُنْيَا
-------------	-------------	-------------	-----------

ছবক নং ২৮: মীম জযমের পরিচয়

মীম জযমের বামে (م، ب) আসলে মীম জযমকে গুল্লাহ করে পড়তে হয়। দ্রষ্টব্য: বাকি ছাব্বিশটি হরফ গুল্লাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়তে হয়। শেষের ঘরে উদাহরণ দেওয়া হলো।

○ اَمَنْتُمْ بِهِ	○ كُنْتُمْ بِهِ	○ تَرَمَّيْتُمْ بِهِمْ بِحِجَارَةٍ
○ وَهُمْ مُّهِتَدُونَ	○ مِنْهُمْ مُّنتَقِمُونَ	○ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
○ الْحَمْدُ	○ اَنْعَمْتَ	○ اَلَمْ يَجْعَلْ

ছবক নং ২৯: আল্লাহ শব্দ পড়ার নিয়ম

(الله) শব্দের ডান পাশে যবর বা পেশ থাকলে মোটা করে পড়তে হয়। এবং আল্লাহ শব্দের ডান পাশে যের থাকলে পাতলা করে পড়তে হয়।

○ نَعِمْتَ اللهُ	○ اَللّٰهُمَّ	○ رَسُوْلُ اللهِ	○ اَسْتَغْفِرُالله
○ اللهُ اَكْبَرُ	○ قُلْ هُوَ اللهُ	○ فِيْ دِيْنِ اللهِ	○ اِلَّا بِالله
○ اَعُوْذُ بِالله	○ بِسْمِ اللهِ	○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	○ اِنَّا لِلّٰهِ

ছবক নং ৩০: হরফ-র মোটা করে পড়ার নিয়ম

১. (ر) এর উপরে যবর বা পেশ এবং (ر) জযমের ডানের হরফে (ر) ব্যতীত যবর বা পেশ থাকলে মোটা করে পড়তে হয়।

○ فَاتْرُنَ	○ رُسُلْ	○ بِاسِرَةً
○ خُسْرِ	○ وَالْعَصْرِ	○ تُرْحَمُونَ

২. (ُ) জযমের ডানের হরফে যের থাকলে এবং বামে (ص, ض, ط, ظ, غ, خ, ق)-এই সাত হরফের যে কোনো হরফ আসলে মোটা করে পড়তে হয়।

مِرْصَادٍ	قِرْطَاسٌ	فِرْقَةٌ
-----------	-----------	----------

৩. (ُ) জযমের ডানে ফাকা আলিফ আসলে যের দ্বারা মোটা করে পড়তে হয়। এবং (ُ) জযমের ডানে ফাকা আলিফের আগের হরফে যের থাকলে মোটা করে পড়তে হয়।

أَمْرًا تَابُوا	إِنْ أَرْتَبْتُمْ	أَرْجِعُوا	أَرْتَضَى	أَرْجِعِي
-----------------	-------------------	------------	-----------	-----------

ছবক নং ৩১: হরফ-র পাতলা করে পড়ার নিয়ম

(ر) এর নিচে যের এবং (ُ) জযমের বামে (ص, ض, ط,)-এই সাত হরফ ব্যতীত তার ডানের হরফে যের থাকলে পাতলা করে পড়তে হয়। এবং মদ্দে লীনের বামে (ُ) জযম থাকলে পাতলা করে পড়তে হয়।

أَمْرِنَا	رِجَالٌ	فَالْفِرْقَتِ	الْقَارِعَةُ
سِحْرٌ	فِرْعَوْنٌ	شَرِيَّةٌ	أَمْرَتْ
غَيْرٌ	خَيْرٌ	بَصِيرٌ	حَجْرٌ

দ্রষ্টব্য: তাশদীদ ওয়ালা (رِ)-তে যবর বা পেশ থাকলে মোটা এবং যের থাকলে পাতলা করে পড়তে হয়।

مُسْتَقَرٌّ	سِرٌّ	مِنْ شَرِّ	يَضُرُّهُمْ	ذَرَّةٌ
-------------	-------	------------	-------------	---------

ছবক নং ৩২: ফাকা আলিফ পড়ার নিয়ম

ফাকা আলিফের বামে (ا) থাকলে ওই আলিফ যবর দ্বারা পড়তে হয়।, ফাকা আলিফের বামে (ا) ব্যতীত যেকোনো হরফ আসলে তার বামের হরফে যবর বা যের থাকলে ওই আলিফ যের দ্বারা পড়তে হয়। এবং ফাকা আলিফের বামে (ا) ব্যতীত যেকোনো হরফ আসলে তার বামের হরফে পেশ থাকলে ওই আলিফ পেশ দ্বারা পড়তে হয়।

اَشْدُدِّبَهُ	اُرْجِعُوا	اُرْتَضَى	النَّاسِ
اَدْخُلُوا	اَتَّبِعُوا	اَتَّبَعَ	الْخَنَاسِ

ছবক নং ৩৩: ছোট নুন পড়ার নিয়ম

যে কোনো আয়াতের শেষে (ن) ছোট নুন থাকলে ওই আয়াতে ওয়াক্ফ না করলে তার পরের আয়াতের সাথে ছোট নুনকে যের দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হয়। এবং আয়াতের মাঝে ছোট নুন আসলে ওই ছোট নুন মিলিয়ে পড়তে হয়।

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾
 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ
 الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾

قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۖ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
 مَعْزِلٍ يُبْنِيٰٓ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

ছবক নং ৩৪: আনা পড়ার নিয়ম

আলিফ (ا) টানা মানা। কিন্তু চার আনার শব্দ ব্যতীত।

গোল হামজাহর (ء) আনা টানা মানা না।

○ أَنَا سِي	○ أَنَا مِل	○ أَنَا بُوَا	○ أَنَا ب
-------------	-------------	---------------	-----------

ছবক নং ৩৫: আলিফে যায়দাহর পরিচয়

অতিরিক্ত আলিফ যা লিখতে আসে কিন্তু পড়তে আসে না।
যা কুরআনে আলিফের উপরে একটি ফোটা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

ثُمَّدًا	مَلَأْنِيْهِ	مَلَأْنِيْهِمْ	قَوَارِيْرًا	سَلَاْسًا
----------	--------------	----------------	--------------	-----------

ছবক নং ৩৬: মাজরিহা-কে মাজরেহা পড়ার নিয়ম

কুরআনে মাত্র একটি জায়গায় (সূরা ১১:৪১)-তে খাড়া
যেরকে (ِ) না পড়ে (ে) দ্বারা পড়তে হবে। ওই শব্দটি হলো
(مَجْرَهَا) অর্থাৎ মাজরিহা-কে মাজরেহা পড়তে হবে।

ছবক নং ৩৭: ছোট সীন পড়ার নিয়ম

কুরআনের মধ্যে চার জায়গায় (সূরা ২:২৪৫, ৭:৬৯, ৫২:৩৭
ও ৮৮:২২)-তে (ص)-এর উপরে ছোট (ِ) লেখা থাকে তা পড়ার
নিয়ম হলো, প্রথম দুই শব্দে (س) দ্বারা, তৃতীয় শব্দে (ص/س)
দ্বারা এবং চতুর্থ শব্দে (ص) দ্বারা পড়তে হবে।

بِصْصِيْطِرٍ	الْمُصْصِيْطِرُوْنَ	بَصْطَةً	يَّصْطُطْ
--------------	---------------------	----------	-----------

ছবক নং ৩৮: ছোট ইয়া পড়ার নিয়ম

কুরআনের মধ্যে বড় (ِ)-এর পরে ছোট (َ) আসলে
দুই ইয়া-ই পড়তে হবে। যেমন: (يُّنْفِئُ الْمَوْتِىَ)

নামাজ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কমপক্ষে যা-যা পড়তে হয়

১. তাকবীরে তাহরীমা:

اللَّهُ أَكْبَرُ ○

২. ছানা:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ○

২.১. আরো একটি ছানা:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ○

৩. তায়াবুয:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

৪. তাসমিয়াহ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

৫. সূরা ফাতিহা:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ❶ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❷ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ❸
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ❹ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ❺ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ❻ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ❼ آمِينَ ○

৬. সূরা কাওসার:

إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ ❶ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ❷ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ❸

৭. সূরা ইখলাস:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۞

৮. রুকুর তাসবীহ:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۝

৯. কওমার তাসবীহ:

سَبِّحْ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ۝

১০. সিজদাহর তাসবীহ:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ۝

১১. দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী তাসবীহ:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ۝

১২. তাশাহুদ:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

১৩. দরুদে ইবরহিম:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ ۝

১৪. দুয়ায়ে মাসুরা:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ۝

১৪.১. আরো একটি দুয়ায়ে মাসুরা:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، فَاعْفِرْ لِيْ
مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

১৪.২. দুয়ায়ে মাসুরার পরে এই দুয়াটি পড়া ভালো:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৫. সালাম:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ۝

১৬. বিতরের দুয়ায়ে কুনুত:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فَيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فَيْمَنْ تَوَلَّيْتَ،
وَبَارِكْ لِيْ فَيِّمًا اَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ،
اِنَّهٗ لَا يَدِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ۝

১৭. জানাযার নামাজের দুয়া:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَٰهِدِنَا وَغَآئِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرْنَا
وَأُنْثَيْنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ، وَ مَنْ
تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ۝

কিছু সূরা

সূরা আন-নাস:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ^১ مَلِكِ النَّاسِ^২ إِلَهِ النَّاسِ^৩ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ^৪
الْخَنَّاسِ^৫ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ^৬ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ^৭

সূরা আল-ফালাক:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ^১ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ^২ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا
وَقَبَ^৩ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ^৪ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ^৫

সূরা ইখলাস:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ^১ اللَّهُ الصَّمَدُ^২ لَمْ يَلِدْ^৩ وَلَمْ يُولَدْ^৪ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ^৫

সূরা আল-মাসাদ (লাহাব):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ^১ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ^২ سَيَصْلَىٰ نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ^৩ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ^৪ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ^৫

সূরা আন-নাসর:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

সূরা কাফিরুন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ ۝ لَا أَنُفِّسُ لَكُم مَّا تَعْبُدُونَ ۚ ۝ لَا أَعْبُدُ ۚ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۚ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

সূরা কাওসার:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

সূরা আল-মাউন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاوُونَ ۚ ۝ وَيَنْتَعُونَ الْمَاعُونَ

সূরা আল-কুরাইশ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ ۚ (১) الْفَهْمُ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ ۚ (২) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
 هَذَا الْبَيْتِ ۚ (৩) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَ أَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ (৪)

সূরা আল-ফীল:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ (১) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي
 تَضْلِيلٍ ۚ (২) وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۚ (৩) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ
 سِجِّيلٍ ۚ (৪) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ۚ (৫)

সূরা আল-হুমায়হ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ (১) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدَةً ۚ (২) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
 أَخْلَدَهُ ۚ (৩) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْبَةِ ۖ (৪) وَ مَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطْبَةُ ۚ (৫) نَارُ
 اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ (৬) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ۚ (৭) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَدَةٌ ۚ (৮) فِي
 عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ (৯)

সূরা আল-আসর:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝٣ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٤

সূরা আত-তাকাসুর:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝٦ ثُمَّ
لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝٨

সূরা আল-কারিআ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَا أَذْرُكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝٤ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝٥ فَأَمَّا مَنْ
ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝٨
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَا أَذْرُكَ مَا هِيَّةُ ۝١٠ نَارُ حَامِيَةٍ ۝١١

وَالْعَدِيدِ ضَبْحًا ۝^(١) فَالْمُورِيَةِ قَدْحًا ۝^(٢) فَالْمُغِيرَةِ صُبْحًا ۝^(٣) فَاتْرَنَ
بِهِ نَقْعًا ۝^(٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝^(٥) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝^(٦) وَإِنَّهُ عَلَىٰ
ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝^(٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝^(٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي
الْقُبُورِ ۝^(٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝^(١٠) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝^(١١)

সূরা আয-যিলযাল:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۖ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ
يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۖ فَسَنُيَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا أَوْ يَرَهُ ۖ وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

সমাপ্ত